মেহেরপুরে আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ আহত ২

মেহেরপুরের শোলমারি গ্রামে জমিজমা নিয়ে আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে দুই জন। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়াতে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামে জমি এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আপন দুইভাইয়ের সংঘর্ষে মৃত অলী মন্ডলের ছেলে হাশেম (৫০) ও আব্দুল হাসেমের ছেলে ওমর ফয়সাল(২৩) এবং অপর পক্ষ মৃত অলী মন্ডলের ছেলে কাশেম মিয়া(৪৮) ও কাশেমের ছেলে হাবিবুর রহমান(২৪) আহত হয়েছেন।

এলাকাবাসী জানায় হাসেমের বাড়ির পানি নিষ্কাশন কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে মারামারির সূত্রপাত হয়। এসময় কাশেমের ছেলে হাবিব খেজুর গাছ কাটা দা দিয়ে হাশেমের পায়ে কোপ দেয়, এসময় হাশেমের ছেলে ওমর ফয়সালও মাথায় আঘাত পেয়ে জখম হয়।

পারিবারিক ও স্থানীয় লোকজন তাদের দুজনকে চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শষ্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মেহেরপুর নিয়ে আসে। হাশেমের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের বিশেষ শাখা জানিয়েছে এবিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কার্পাসডাঙ্গা কবরস্থান মোড়ে

কাঁথা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা কবরস্থান মোড়ে আজ বুধবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় নকশীকাঁথা ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করাকে কেন্দ্র করে বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হয়।এবং একপর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয়।

এই সংঘর্ষে দুই জন আহত। আহতদের মধ্যে কার্পাসডাঙ্গা কলোনি পাড়ার মৃত আলী আহমেদ ছেলে শফিউদ্দিন (৪০), কার্পাসডাঙ্গার মিজানুর রহমানের ছেলে রাজু (৩৫) আহত হন। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাৎক্ষণিক কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর গেলে এস আই ইমরান হোসেন ও এ এস আই মোসলেম উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ সূত্রে জানা গেছে কোনো পক্ষ হতে কোনো অভিযোগ দাখিল হয়নি। অভিযোগ হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দ্রুত পুলিশের হস্তক্ষেপে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য উভয়পক্ষকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলার জন্য বলেন।

চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দূর্ঘটনা নববধুর সামনে স্বামীর মৃত্য আহত ২

চুয়াডাঙ্গায় নববধূকে সাথে নিয়ে মটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়ে সড়ক দূর্ঘটনায় স্বামী শামীম হোসেন (২২) নামের এক ব্যাক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে দর্শনা হিজলগাড়ি-গড়াইটুপি সড়কে এ মর্মান্তিক দূর্ঘটনাটি ঘটে। এ দূর্ঘটনায় স্ত্রী সোনিয়া খাতুন ও শালাজি বৌ সেলিনা খাতুন আহত হয়েছে।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ফুরশেদপুর গ্রামের মৃত শফি উদ্দিনের ছেলে শামীম হোসেন (২২) একই উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের বলদিয়া বিশ্বাস পাড়ার মনিরুল ইসলামের মেয়ে সোনিয়া খাতুনের (১৮) সাথে গত শুক্রবার পারিবারিকভাবে বিবাহ হয়।

এ বিয়ের পর শামীম হোসেন নববধূকে সাথে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি দশবদনে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৮টার দিকে শামীম মটরসাইকেলে স্ত্রী ও শ্যালকের বৌকে নিয়ে ঘুরতে বের হয় শামীম।

এসময় বলদিয়া হতে হিজলগাড়ি অভিমুখে আসার পথে সড়কে হিজলগাড়ি কেরুজ ব্যাণিজ্যিক খামারের সামনে পৌছালে একটি কুকুরের সাথে মটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা গাছের সাথে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

এসময় আশেপাশের লোকজন আহতদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতালে নেয়। সেখানে নেওয়ার পর হাসপাতালের কর্তব্য চিকিৎসক পরীক্ষা- নিরীক্ষা শেষে শামীম হোসেনকে মৃত ঘোষণা করে। মৃত শামীম হোসেনের লাশ চুয়াডাঙ্গা হাসপাতালে রাখা হয়েছে। সেই সাথে আহত স্ত্রী সোনিয়া খাতুন (১৮) ও শ্যালাজির স্ত্রী সেলিনা খাতুনকে
(২২) হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

এদিকে শামীমের অকাল মৃত্যুতে পিতা ও শ্বশুর বাড়ির গ্রামে বইছে শোকের মাতন।

দামুড়হুদায় মটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে

ধাক্কা, আহত ২

দামুড়হুদায় মটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে দুইজন গুরুতর আহত হয়েছে দুইজনকেই রাজশাহী রেফার্ড করা হয়েছে।

রবিবার রাত ৯টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা টু আরামডাঙ্গা রোডের মাঝামাঝি স্থানে পাকা রাস্তার উপর এই দূর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুর কুল্লা গ্রামের হাজী আব্দুল হান্নানের ছেলে হারুন অর রশিদ (৪২),ও একই গ্রামের মৃত সুন্নাত আলীর ছেলে রায়হান (৪৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে দর্শনা থেকে বাড়ি ফেরার পথে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় দামুড়হুদা থানাধীন কার্পাসডাঙ্গা টু আরামডাঙ্গা রোডের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছালে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা খেচুর গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুইজন গুরুতর আহত হয়। পথচারীরা দেখতে পেয়ে তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরী বিভাগে নিয়ে আসেন। জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত ডাক্তার, শাপলা খাতুন প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য দুইজনকেই রাজশাহী মেডিকেল ও কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন থানা পুলিশ কর্তৃক পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।